সংবাদ

তারিখ ... 18 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩

ভর্তি বাণিজ্যের সুযোগ না পেয়ে

পটিয়া কলেজে ছাত্রলীগের ভাঙচুর ও তাণ্ডব

প্রতিনিধি, পটিয়া (চট্টগ্রাম)

চট্টগ্রামের পটিয়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভর্তি বাণিজ্য ও অনৈতিক দাবি কলেজ কর্তৃপক্ষ পূরণ না করায় কলেজে ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালিয়েছে ছাত্রলীগের এক গ্রুপ। ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ গতকাল ১২টার পর থেকে ভর্তির কার্যক্রম স্থগিত করতে বাধ্য হয়। এতে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আসা শত শত ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীকে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হতে হয়।

জানা যায় পটিয়া সরকারি কলেজে ভর্তি হতে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতি বছরের মতো এ বছরও হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়েছে। কয়েকদিন আগে থেকে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ অবৈধ ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করেন।

গত সোমবার থেকে কলেজে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের মেরিট নির্বাচন অনুযায়ী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়। এক পর্যায়ে ছাত্রলীগের শরফত আহমদ শাহীন ও আনিস ও কামালের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ মেরিট নির্বাচন বাদ দিয়ে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে চাপ সৃষ্টি করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি নাকচ করে দিলে তারা কলেজের বিভিন্ন কক্ষের মধ্যে থাকা চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ভাঙচুর

পটিয়া : পৃষ্ঠা : ২ ক :

পটিয়া : কলেজে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করেন। পরে পটিয়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ ব্যাপারে পটিয়া কলেজ (পারভেজ) ছাত্রলীগের সমন্বয়ক শরাফত আহমদ শাহীন বলেন, বাইরের ছেলেমেয়েরা আমাদের কলেজে ভর্তি হয়ে চলে যাবে অথচ এলাকার শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না এটার প্রতিবাদ জানিয়েছি। তবে ভাঙচুর ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধরের সঙ্গে আমরা জড়িত নই।

এ প্রসঙ্গে পটিয়া কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এন ইউসুফ চৌধুরী ও উপাধ্যক্ষ সজল কান্তি পাল বলেন, বোর্ডের নির্দেশ অমান্য করে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এলাকাভিত্তিক ছাত্র ভর্তি করার জন্য কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র বাইরে মারামারি ও হাঙ্গামা শুরু করেন। ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ভর্তির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। কখন ভর্তি শুরু হবে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।